৭. সৃষ্টি

ঈশ্বরের ক্ষমতা আর জ্ঞান যে কত বেশি তা তার প্রমান পাওয়া যায় তার অসাধারন সব সৃষ্টি থেকে। তবে আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টির ইতিহাসকে বাদ দিয়ে জীবনের উৎস হিসেবে বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করে। কিভাবে আমরা বাইবেলের সৃষ্টির ইতিহাসের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় করতে পারি অথবা এই দুটি বিষয় মিলিয়ে দেখতে পারি? এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলো আমরা বিবেচনা করব।

মূল পাঠ: আদিপুস্তক ১

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

অস্বাধারন এই বাক্যগুলো দিয়ে, আদিপুস্তক আমাদের কাছে সৃষ্টির বর্ণনা শুরু করে। আমাদেরকে খুব সাধারণ ভাষায় বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর সুবিন্যস্ত ভাবে মহাবিশ্ব এবং সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করছেন, এবং তার এই সৃষ্টি কাজের সবশেষে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

কুইজ

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় পড়ুন। তারপর বাইবেল না ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১। মানুষের জন্য কি কি খাবার খাওয়ার অনুমতি ছিল বা কি কি খাবার সরবরাহ করা হয়েছিল?
২। ঈশ্বরের কোন কাজকে কি বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছিল?
৩। সূর্য, চাঁদ আর তারার নামগুলো কিভাবে আমাদের কাছে পরিচিত করান হয়?
৪। প্রতিটি দিন সম্পর্কেই কি এটি বলা হয়েছিল যে, "তিনি (ঈশ্বর) দেখলেন এটি চমৎকার হয়েছে"?
৫। সৃষ্টির কোন অংশের উপরে মানুষকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল?
৬। হবাকে কি উল্লেখ করা হয়েছে?
৭। তৃতীয় দিনে উদ্ভিদ জগতের কোন অংশ ঈশ্বর তৈরী করেন?
৮। পশু-পাখি, মাছ ও সব সরিসৃপ সব প্রাণীর খাদ্যের বিষয়ে কি বলা হয়েছে (বা তদের খাদ্য হিসেবে কি দেওয়া হয়েছে)?
৯। পৃথিবীর কোন প্রাণী বা উদ্ভিদকে প্রথমে বৃদ্ধি পেতে বলা হয়েছিল?
১০। চতুর্থ দিনে সূর্য, চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাহলে কিভাবে প্রথম দিন থেকেই সন্ধ্যা ও সকাল প্রচলিত ছিল?

আপনার উত্তরগুলো ঠিক কি না তা এবার আপনার বাইবেলে যাচাই করে দেখুন।

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে সৃষ্টির দিনগুলো একটি অদ্ভুত ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি করা হয়েছে

আলো	১। আলো	৪। সূর্য, চাঁদ ও তারা
পানি ও বাতাস	২। সাগর ও আকাশ	৫। মাছ ও পাখি
ভূমি	৩। ভূমি ও উদ্ভিদ	৬। প্রাণী ও মানুষ

এই নকশাটির মাধ্যমে কোন দিনে কি সৃষ্টি করা হয়েছিল তা মনে রাখা সহজ।

সৃষ্টিকে সমর্থন করে এমন কিছু বাইবেলের পদ

আদিপুস্তক	১:১,৭,১৬,২১,২৫, ২৭,৩১; ২:১-৪,৯, ২২; ৩:১; ৫:১-২; ৬:৭; ৭:৪; ৯:৬	হিতোপদেশ	৩:১৯; ৮:২৭	প্রেরিত	৪:২৪
যাত্রাপুস্তক	২০:১১; ৩১:১৭	উপদেশক	৩:১১	রোমীয়	১:২০,২৫
দ্বিতীয় বিবরণ	৪:৩২	যিশাইয়	৪০:২৬; ৪১:২০; ৪২:৫; ৪৩:১,৭; ৪৫:৮,১২,১৮; ৪৮:১৩	১ করিন্থিয়	১১:৯
২ রাজাবলী	১৯:১৫	যিরমিয়	১০:১২	ইফিষিয়	৩:৯
১ বংশাবলী	১৬:২৬	যোনা	১:৯	১ তিমথীয়	৪:৩
২ বংশাবলী	২:১২	মালাখি	২:১০	ইব্রীয়	১:২,১০
নহিমিয়	৯:৬	মথি	১৯:৪	২ পিতর	৩:৫
ইয়োব	৯:৮; ২৬:১৩	মার্ক	১৩:১৯	প্রকাশিত বাক্য	৪:১১; ১০:৬
গীতসংহিতা	৮:৩; ৩৩:৬; ৯৬:৫; ১০২:২৫; ১০৪:২,৩০; ১৩৬:৫; ১৪৮:৫	যোহন	১:৩,১০		

বাইবেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকে সমর্থন করা হয়েছে। মোশির লেখনি থেকে শুরু করে যিশু ও তার শিষ্যেদের ধর্মপ্রচারের সময় পর্যন্ত সৃষ্টিকে সমর্থন করা হয়েছে।

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমরা কি জানি?

জীবনের উৎপত্তির বিষয়ে বার্তমান বিজ্ঞান যে ব্যখ্যা দেয় তা হলো এলোপাতাড়ি রুপান্তর ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রাণী বর্তমানের অবস্থায় রুপান্তরীত হয়েছে। অন্যদিকে বাইবেল আমাদের বলে, ঈশ্বর প্রত্যেক ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদকে সৃষ্টি করেছেন - তিনি এমন কোন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেন নি যার মাধ্যমে সবকিছু এলোপাতাড়ি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

বিবর্তনবাদ মতবাদের বিরুদ্ধে বেশকিছু বৈজ্ঞানিক মতানৈক্যও রয়েছে।

- জীবন্ত সব প্রাণীর এমন অনেক অংশ আছে যা এতটাই জটিল যে, কোন ভাবেই তা ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে না। তারা যেভাবে কাজ করে ঠিক সেভাবেই কাজ করার জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট ভাবে নকশা করা হয়েছে। এমনকি চার্লস ডারউইন নিজেও তার মতবাদে এই সমস্যার স্বীকৃতি দিয়েছেন। (*On the Origin of Species*, Charles Darwin, 1859, (এটি ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়), London: Ward Lock & Co., পৃষ্টা ১৫২-১৫৩)

  > যদি এটি হাতেকলমে দেখানো সম্ভব হতো যে, কোন বিদ্যমান জটিল অংগ ক্রমাগত ব্যাপক সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, তাহলে আমার মতবাদ সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়ত।

  চোখ হলো এমনই একটি উদাহরণ, এটিকে কোন ভাবে সামান্য পরিমানে কাজ করানোর জন্যেও এর প্রত্যেকটি জটিল অংশকে একটি অন্যটির সাথে সার্থকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করাতে হয়। গঠিত হবার প্রথমিক পর্যায়ে চোখ যদি সঠিক ভাবে কাজ না করত না করত, এটি কখনোই সার্থকভাবে বিবর্তিত বা সৃষ্টি হতে পারত না। ঈশ্বর তার বিজ্ঞতার দ্বারা এমন একটি বিস্ময়কর শারিরীক অঙ্গ নকশা করেছেন যার দিয়ে আমরা দেখতে পারি।

  > আমি তোমার গৌরব করি, কারণ আমি ভীষণ আশ্চর্যভাবে গড়া; আশ্চর্য তোমার সব কাজ, আমি তা ভাল করেই জানি। (গীতসংহিতা ১৩৯:১৪)

- বিবর্তনের মতবাদ যতি সত্যি হতো, তাহলে পৃথিবীতে অনেক মধ্যম প্রজাতির প্রাণী থাকত, যেখানে জীবঅস্থি (জীবাশ্ম, ফসিল বা মাটির নিচ থেকে পাওয়া প্রাচিন হড়) বিবরণীতে দেখা যায় প্রজাতি বা প্রাণীদের মধ্যে এধরণের কোন ক্রমাগত পরিবর্তন ছিল নেই। ডঃ কলিন পিটারসন, ব্রিটিশ যাদুঘর ও প্রাকৃতিক ইতিহাস এর উর্দ্ধতন প্রস্তরযুগ বিশেষজ্ঞ, ডারউইনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন। (ব্যক্তিগত চিঠি (১০ এপ্রিল ১৯৭৯ এ লিখিত) যেমন দেখানো হয়েছে, ডারউইনের *Enigma*, Luther D. Sunderland, Master Books: San Diego, 1984, পৃ.৮৯)

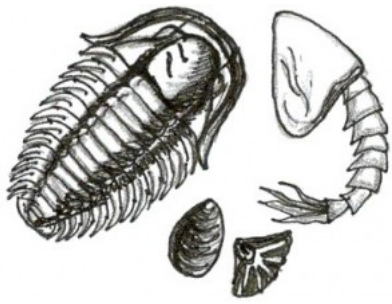

  > আমি এককথায় এটি জানাতে চাই: যে এমন একটিও (পরিবর্তনমূলক বা মধ্যম প্রজাতীর) জীবাশ্ম বা জীবঅস্থি নেই, যার জন্য কেউ কোন অলংঘনীয় বিতর্ক উপস্থাপন করতে পারে।

  অন্য কথায়, বিবর্তনবাদের এই মতবাদে এমন অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ তত্ব রয়েছে যার কোন সঠিক ব্যখ্যা দেওয়া সম্ভব না।

এইসব বৈজ্ঞানিক অসঙ্গতিপূর্ণ তত্বের কারণে অনেক বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। এসব সত্তেও অনেকে বিবর্তনবাদের বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে আছেন, কারণ সৃষ্টির বিকল্প কিছুই কেবল তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আর্থার কিথ বলেছেন:

> বিবর্তনবাদ অপ্রমানিত এবং প্রমান করা সম্ভব নয়। আমরা এটি বিশ্বাস করি, তার একমাত্র করন হলো, বিবর্তনবাদের একমাত্র বিকল্প হলো একটি বিশেষ সৃষ্টি এবং তা অচিন্তনীয়।

সৃষ্টির প্রমান

ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাঁর হাতের কাজ দেখবার জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক সব সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই যথেষ্ট।

> হে সদাপ্রভু, তুমি অনেক কিছু সৃষ্টি করেছ; তোমার জ্ঞান দিয়ে সেই সব তৈরী করেছ; তোমার সৃষ্ট জিনিষে দুনিয়া ভরা। (গীতসংহিতা ১০৪:২৪)

স্বর্গকে বলা হয়েছে যে তা সদাপ্রভূর মহিমা "ঘোষনা" করে

> মহাকশ ঈশ্বরের মহিমা ঘেষণা করছে, আর আকাশ তুলে ধরছে তাঁর হাতের কাজ। দিনের পর দিন তাদের ভিতর থেকে বাণী বেরিয়ে আসে, আর রাতের পর রাত তারা ঘোষণা করে জ্ঞান। কিন্তু তাতে কোন শব্দ নেই, কোন ভাষা নেই, তাদের স্বরও কানে শোনা যায়না; তবুও তাদের ডাক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে; তাদের কথা ছড়িয়ে পড়ছে জগতের শেষ সীমা পর্যন্ত। (গীতসংহিতা ১৯:১-৪)

ঈশ্বরের ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এতটা স্পষ্টভাবেই দেখা যায়, যে পৌল বলেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রমানই যথেষ্ট।

> ঈশ্বরের যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর ঈশ্বরীয় স্বভাব সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা বেশ বুঝতে পারে। (রোমীয় ১:২০)

সৃষ্টির কাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল?

ঈশ্বর যখন বলেছেন, "সৃষ্টির শুরুতেই (আদিতে) ... ", তিনি আমাদেরকে বলেননি এই শুরু কখন ছিল, আর এই শুরুর আগে কিছু ছিল কিনা তাও আমাদের বলা হয়নি। তবে, সমস্ত বাইবেলের বাকী অংশ জুড়ে আমাদের জন্য যথেষ্ট তথ্য দেওয়া হয়েছে যার থেকে আমরা আদমের সৃষ্টির তারিখ নির্ণয় করতে পারি (তবে অত্যন্ত আনুমানিক ভাবে)। আদিপুস্তকে ৫ ও ১১ অধ্যায় দেওয়া বংশের তালিকা ব্যবহার করে আমরা আদম ও অব্রাহমের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুজে বের করতে পারি - এবং তা প্রায় ২০০০ বছর। সাধারনত বলা হয় অব্রাহমের সময়কাল ছিল ২০০০ খ্রী.পূ. (খ্রী.পূ. - খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে), তার অর্থ হলো আদমেকে সময়কাল ছিল প্রায় ৪০০০ খ্রী.পূ.।

অন্যদিকে, যেসব বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবাশ্মের বয়স নিয়ে গবেষনা করেন তারা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছরের পুরাতন এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল কয়েশ মিলিয়ন বছর ধরে। আদিপুস্তক ১ অধ্যায় বোঝার ক্ষেত্রে আমরা যে জটিলতার মুখোমুখি হই তা হল, আদমের সৃষ্টির সময় সম্পর্কে বাইবেলে যা বলে সেই সময়কাল মিলিয়ে দেখা ।

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ও পৃথিবীর বয়স

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের সাথে বিজ্ঞানের প্রমানিত একটি প্রাচীন পৃথিবীর তত্ত্বের সমন্বয় খুজে বের করার অনেক চেষ্টা চালানো হয়েছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্বগুলো নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হল।

১। **পুনঃসৃষ্টি**
অনেকের মতে এই মহাজগৎ অনেক দিন আগেই সৃষ্টি করা হয়েছিল (আদি ১:১), কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর বুক থেকে অতীতের সবকিছু মুছে ফেলেন, সেকারনে পৃথিবী ছিল নিরাকার এবং খালি (আদি ১:২) এবং আদিপুস্তকের (আদি ১:৩-৩১) বর্ণনা অনুসারে সবকিছু নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়।

২। **বয়সের আবির্ভাব**
এ বিষয়ে অনেক সময়ে দ্বিমত পোষন করে বলা হয়, আদমকে যেমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই মহাজগতকে তৈরীর সময় এটিকে তেমনি ভাবে পুরাতন চেহারায় (আদমমের মত বয়স্ক রুপে) তৈরী করা হয়েছিল।

৩। **বিজ্ঞানীরা সঠিক নন**
যারা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করেন তাদের যুক্তি হলো এই পৃথিবীকে একটি পুরাতন পৃথিবী বলার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ভূল করেছেন। তাদের মতে, এই মহাবিশ্বের বয়স কেবল ৬০০০ বছর।

৪। **দিনগুলো দীর্ঘ সময়রে তাতপর্য বহন করে**
এই মতবাদের ভিত্তিতে দিনগুলোর ব্যপ্তি ২৪ ঘন্টার বেশী ছিল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতিটি দিন আসলে একটা বড় সময়ের তাতপর্য বহন করে।

৫। **দর্শনের সময়**
এই ব্যাখ্যা অনুসারে আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের ঘটনাটিকে বলা হয়েছে মোশি বা তার পূর্ববর্তী কিছু নবী বা ভাববাদীদের দেখা দর্শন, তবে প্রকৃত সৃষ্টির ঘটনাটি একটি দীর্ঘ সময়ের পরিসরে সংঘটিত হয়।

৬। **ঐশ্বরিক আদেশের দিন**
এই ব্যাখ্যায় বিশ্বাসীরা মনে করেন, দিনগুলো আক্ষরিকভাবে এবং ধারাবাহিক দিন যেখানে ঈশ্বর বলেছেন কোন দিনে কি সৃষ্টি করা হবে।
পরবর্তীতে, আসন্ন শত-শত, লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ঈশ্বর যা আদেশ দিয়েছেন তা ধীরে ধীরে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭। **একটি নাটক**
কেউ কেউ মনে করেন যে, আদিপুস্ত ১ অধ্যায়ের ঘটনাটি সত্যিকারে যা ঘটেছিল তার একটি নাটকীয় উপস্থাপন। কিছু জটিল এবং ধারাবাহিক ঘটনাবলীর ইতিহাসকে সমন্বিত করে আদিপুস্তকে ৬ দিনের একটি সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিন্তার উদ্দীপক

১। উপরে উল্লিখিত তালিকার থেকে আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের বিভন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে বিবেচনা করুন। প্রতিটি ব্যাখ্যা কতটুকু জোড়ালো বা কতটুকু দুর্বল তা নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার মতে কোন ব্যখ্যা বেশি গ্রহনযোগ্য?

২। কারো কারো দাবী হলো আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা মানুষ - উদ্ভিদ - পশুপাখি যা আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের থেকে আলাদা। তাদের এই অভিযোগে আপনি কি উত্তর দেবেন?

৩। তার লক্ষ পূরণের জন্য সকল জীবনকে বিবর্তনবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি করা কি ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব?

সহায়ক অনুসন্ধান

১। কেউ কেউ মনে করেন আদিপুস্তকের ঘটনাগুলো মূলত কিছু কল্পকাহিনী বা রূপকথা। এমনকি যিশু নিজেও আদিপুস্তকের অনেক ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য করেছেন। বাইবেল থেকে যতগুলো সম্ভব পদ খুজে বের করুন যেখানে যীশু আদিপুস্তকের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

২। সৃষ্টি সম্পর্কে আরেকটি যুক্তি হলো জীবের পরনির্ভরশীল সম্পর্ক - যেখানে দুটি প্রাণী বা উদ্ভিদ তাদের বেচে থাকার জন্য একে অপরের উপরে নির্ভর করে। এধরনের সম্পর্কের উদাহরন খুজে বের করার চেষ্টা করুন, এবং এই প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠা লিখুন। (নিচে উল্লিখিত বইগুলো হয়তো সহযোগীতা করতে পারে)

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *Does God exist? Science says 'Yes'* লেখক Alan Hayward (2nd revised ed., Printland Publishers, 1998). ২২১ পৃষ্ঠার এই বইটি পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল God Is নামে। এই বইটিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমান ব্যবহার করে স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরে অস্তিত্ব ব্যখ্যা করা হয়েছে।
- *Creation and evolution: rethinking the evidence from science and the Bible* লেখক Alan Hayward (published by Bethany House, 2nd ed., 1995). এই বইটির তিনটি অংশ/খন্ড: প্রথম খন্ডে - বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় খন্ডে - একটি পুরাতন পৃথিবীর প্রমান দেখাবার চেষ্টা করে, এবং তৃতীয় খন্ডে - আদিপুস্তকের অর্থ ব্যাখ্যা করে। লেখক এখানে "ঐশ্বরিক আদেশের দিন" ব্যাখ্যার পক্ষ নেন।
- *A drama of creation* লেখক Alan Fowler (Printland Publishers, 1996). এটি একটি চমৎকার বই যেখানে আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের ঘটনাটিকে একটি নাটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- *Creation, evolution and science* লেখক John V. Collyer (published by *The Testimony*, 1993). এই বইটিতে দেখানো হয়েছে যে পৃথিবী বয়স খুব বেশি নয়। প্রকৃতিক গঠনের বেশ ভাল কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।
- Creation and evolution লেখক Alan Fowler (an article published in *The Testimony*, November 2009). এই প্রকাশনাটির দাবী কিছু বিবর্তনের ঘটনা সত্ত্বেও আদীপুস্তক সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আরো দেখুন:

২. বাইবেল বিশ্বাস করার কারন
৮. ঈশ্বরের আত্মা
১১. বিশ্বাস
১৫. এদোনের ঘটনা